দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 NOV 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

শৈবালজাত খাদ্য সামগ্রী ব্যবহারের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাতে হবে—শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার অপুষ্টি দূরীকরণে শৈবালজাত খাদ্য সামগ্রীর ব্যাপক ব্যবহারের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মন্ত্রী গতকাল ঢাকায় অপুষ্টি দূরীকরণে

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

শিক্ষামন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শৈবালের ব্যবহার শীর্ষক এক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছিলেন। ফরাসী দূতাবাসের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের উপনেতা অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত ফরাসী রাষ্ট্রদূত মিঃ এম সার্জ ডেগালাইক্স অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শৈবালকে খাদ্য হিসেবে পুষ্টি ও অন্ধত্ব দূরীকরণে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হলে তাতে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনেক উপকার হবে। তিনি অপুষ্টি ও রাতকানা রোগের হাত থেকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে রক্ষার লক্ষ্যে শৈবালজাত খাদ্য সামগ্রীর ব্যাপক প্রসার সাধনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানোর জন্য বিসিএসআইআর-এর বিজ্ঞানীদের প্রতি আহবান জানান। খবর তথ্য বিবরণীর।

সভাপতির ভাষণে সংসদ উপনেতা অধ্যাপক বি, চৌধুরী বলেন, শৈবাল প্রোটিন, লৌহ ও ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ এবং তা খাদ্য হিসেবে রাতকানা, রক্তহীনতা ও অপুষ্টি নিবারণে সহায়ক হতে পারে। তিনি শিশুদের অকাল অন্ধত্ব ও মায়েদের অপুষ্টি দূরীকরণে শৈবালজাত খাদ্য সামগ্রী প্রচলনের প্রচেষ্টা চালানোর ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, শৈবালজাত খাদ্য সামগ্রী প্রাকৃতিক দুর্গত মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে বিতরণের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

12